ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 86 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৪২ ● কলকাতা ● ১৯ ভাদ্র, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 49

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

চিত্তশুদ্ধি ছাড়া আমরা আমাদেরও কাজের নয়, আর অন্যদেরও কাজের নয়। চিত্তশুদ্ধি করে আমরা নিজে নিজেকে খালি আর পবিত্র করে নিই। আমাদের চিত্ত বেশীরভাগ আসক্ত হয়। মানুষের স্বভাবে আসক্তি থাকেই। মানুষ সর্বদা নিজের আশেপাশের পরিস্থিতি থেকে সন্তুষ্ট থাকে না। 'এটা এরকম, এটা এরকম হওয়া উচিত ছিল না, এরকম হলে ভাল হত।' মানুষ সর্বদা নিজের কাছে যা আছে, তার বেশী পাওয়ার চেষ্টা করে। আর মানুষের চেষ্টার থেকেও বেশী গতিতে তার মন দৌড়ায়। মানুষের এই স্বভাবের জন্য চিত্র সর্বদা দৌড়াতে থাকে।

ক্রমশঃ

গ্রুপ সি-তে যাতে হয়...শীঘ্রই জানাব', চাকরিহারাদের উদ্দেশে মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দাগী'দের হয়ে সওয়াল করায় রাজ্যকে ফের ভর্ৎসনা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। সেই আবহেই নিয়োগে জটিলতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, ২১ হাজার শূন্যপদ থাকলেও, মামলার কারণে নিয়োগ থমকে রয়েছে। আইনি জটিলতায় বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে নিয়োগপ্রক্রিয়া।যদিও তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেন, "বিরোধীরা আসলে এক শ্রেণির রাজনৈতিক অতৃপ্ত প্রেতাত্মা। রাজনীতির ময়দানে পেরে না উঠে, আদালতকে ব্যবহার করে, রাজ্যের ভবিষ্যৎ নষ্টের চেষ্টা করছে। মুখ্যমন্ত্রী বেআইনি নিয়োগের কথা বলেননি। ৫৬ হাজার শূন্যপদ রয়েছে, তার মধ্যে ৩৫ হাজার ৭২৬টির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ২১ হাজার পদ খালি। ১০ বছর ধরে শিক্ষকতা করেছেন যাঁরা, যাঁদের অযোগ্য বলা হচ্ছে, তাঁদের জন্য আইনি পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। এর অর্থ বেআইনি কাজ নয়, যাঁর চাকরি চলে গিয়েছে, বেতন ফেরত

এরপর ৬ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী

এবার থেকে

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২২ সেপ্টেম্বর থেকেই নতুন GST স্ল্যাব - অর্থমন্ত্রী সীতারমন

বেবি চক্রবর্ত্তী: দিল্লী

GST -র ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এতে বিশেষ উপকার পাবে সাধারণ মানুষ থেকেই ব্যবসায়ীরা। এবার থেকে জিএসটি-র মাত্র দুটি স্ল্যাব থাকবে। একটি প্রথমটি ৫ শতাংশ এবং দ্বিতীয়টি ১৮ শতাংশ। ১২ ও ২৮ শতাংশের কোনও স্ল্যাব থাকছে না। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হবে এই নতুন স্ল্যাব। এর ফলে এই সিদ্ধান্তে স্বাস্থ্য ক্ষেত্র থেকে শুরু করে ছোট ব্যবসা, পোশাক, ওষুধ ফার্মাসিউটিক্যাল ও ইন্সুরেন্স বা বিমা ক্ষেত্র বিশেষভাবে উপকৃত হবে। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের নেতৃত্বে বৈঠক হল বুধবার। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে এখন থেকে জিএসটি-র মাত্র দুটি স্ল্যাবই প্রযোজ্য হবে। পাশাপাশি একটি বিশেষ স্ল্যাবও থাকবে, সেটি ৪০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। ১২ শতাংশ এবং ২৮ শতাংশের স্ল্যাব পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

সীতারামন জানিয়েছেন, কৃষক এবং কৃষিজাত পণ্যের উপর যে ১২ শতাংশ জিএসটি ধার্য ছিল, তা কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। এছাড়া মার্বেল, চামড়া ইত্যাদির উপরও জিএসটি-র হার কমানো হয়েছে। সিমেন্টের উপর ২৮ শতাংশের পরিবর্তে ১৮ শতাংশ জিএসটি হবে। স্বাস্থ্য সরঞ্জাম এবং কিছু ওষুধের উপর জিএসটি আরোপ করা হবে না বলেও জানানো হয়েছে। এর ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কিছুটা কমবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

গঙ্গার ভাঙনে গ্রাম বিলীন

পার্থ ঝা,মালদা

গঙ্গার ভাঙনে তলিয়ে গেল ভূতনির কালুটনটোলা গ্রাম। এক সময় প্রাণচঞ্চল বসতি ছিল, এখন সেখানে কেবল নদীর গর্জন আর ভাঙা ঘরের ধ্বংসাবশেষ। ঘরবাড়ি নদীতে হারিয়ে গেলেও মানুষের জীবন থেমে নেই। মাথায় যা সামান্য জিনিসপত্র বাঁচানো গেছে, তা নিয়েই গ্রামবাসী ছুটছেন ভাঙা বাড়ির দিকে—বেঁচে থাকার প্রতিদিনের সংগ্রামই তাঁদের একমাত্র পথ।ঠিক এই সময়েই নতুন ভাঙনের আতঙ্ক ছড়িয়েছে মালদহের রতুয়া ১ ব্লকের পশ্চিম রতনপুরে। মঙ্গলবার গভীর রাতে হঠাৎ কোশী নদীতে ব্যাপক ভাঙন শুরু হয়।

এরপর ৩ পাতায়

প্রয়াত হলেন প্রয়াত রিজওয়ানুরের মা - শোক জ্ঞাপন মমতার

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

নিজের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন রিজওয়ানুর ও রুকবানুর রহমানের মা কিশওয়ার জাহান। তাঁর প্রয়াণে X হ্যান্ডেলে শোকপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "রিজওয়ানুর ও রুকবানুর রহমানের মা কিশওয়ার জাহানের মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। ওঁর সাথে আমার গভীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। আমায় উনি আপনজন হিসেবে খুব ভালোবাসতেন। আমি প্রতি ইদে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। কত পুরনো স্মৃতি আজ মনে আসছে। আমার হৃদয়ে উনি চিরদিন থাকবেন।" উল্লেখ্য, ২০০৭ সালে রিজওয়ানুরের মৃত্যু নিয়ে উত্তাল হয়েছিল রাজ্য-রাজনীতি। তারপর গঙ্গা দিয়ে বয়ে গিয়েছে বহু জল। রিজওয়ানুরের দাদা রুকবানুর চাপড়ার তৃণমূল বিধায়ক। তাঁর পরিবারের খবরাখবর নিয়মিতই রাখেন মমতা। গত বছরেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে রিজওয়ানুরের বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী। চলতি বছরেও ইদের সকালে রিজওয়ানুর রহমানের বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

(২ পাতার পর)

গঙ্গার ভাঙনে গ্রাম বিলীন

নদীর জোয়ারি স্রোতে পশ্চিম রতনপুরের পুরনো বাঁধের প্রায় ৫০ মিটার অংশ এক নিমেষে নদীতে ধসে পড়ে। রাতের অন্ধকারেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকাজুড়ে। একের পর এক পরিবার বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে বাধ্য হয়। সারারাত খোলা আকাশের নিচে কাটে তাঁদের।

পরের দিন বুধবার দুপুরে পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের তরফে ত্রাণ সামগ্রী ও ত্রিপল বিলি করা হয়। বিকেলের দিকে অনেকে ত্রিপল টাঙিয়ে অস্থায়ী আশ্রয় তৈরি করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, নদীর স্রোত এতটাই তীব্র যে বাঁধ ভেঙে গেলে আর রক্ষা নেই। বুধবার সকাল থেকেই সেচ দফতরের কর্মীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বালির বস্তা ফেলে ভাঙন রুখতে উদ্যোগ নেন। কিন্তু প্রবল জলের চাপে সেই অস্থায়ী বাঁধ কতক্ষণ টিকবে, তা নিয়ে সন্দিহান সবাই।

সেচ দফতরের মালদহ ডিভিশনের এক কর্তা জানান, “পশ্চিম রতনপুরে আপাতত মাটির বস্তা ফেলে ভাঙন প্রতিরোধের কাজ করছি। এই মুহূর্তে এর বেশি কিছু সম্ভব নয়, চেষ্টা চলছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার।”স্থানীয় সূত্রের খবর, গঙ্গার জল বিপদসীমার ওপরে বইছে। সেই জল কোশী নদীতে প্রবাহিত হওয়ায় ছোট নদীতে চাপ দ্বিগুণ হয়েছে। কয়েক মাস আগেই ভূতনির কেশরপুর কলোনি থেকে পশ্চিম রতনপুর পর্যন্ত নতুন বাঁধ তৈরি করা হয়েছিল। কিছুদিন আগে ভাঙনের ফলে তারও একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মঙ্গলবার রাতের ভাঙনে পুরনো বাঁধের উজান দিকের অংশ নদীতে মিলিয়ে যায়।

আতঙ্কে দমন, গোপীচাঁদ, গোবিন্দ, সহদেব, বাসুদেব চৌধুরী প্রমুখ পরিবার ঘরবাড়ি ভেঙে সরিয়ে নিয়েছেন। দমন চৌধুরী বলেন, “যেভাবে কোশীর ভাঙন শুরু হয়েছে তাতে এক মুহূর্তও দেরি করলে ঘরবাড়ি তলিয়ে যেত। তাই রাতারাতি সব সরিয়ে নিয়েছি, এখন ত্রিপলের নিচেই দিন কাটছে।”গঙ্গা ও কোশীর মিলিত স্রোতে ক্রমশ বাড়ছে ভাঙনের প্রকোপ। বাসিন্দাদের একটাই প্রশ্ন—কতদিন টিকবে এই প্রতিরোধ, আর কতটুকু রক্ষা করা যাবে তাঁদের জমি-ঘর?

ধরনার আবেদনে আদালতে প্রাক্তন সেনারা, পালটা দিলেন চন্দ্রিমাও

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের বিরোধিতায় ধরনায় বসার আর্জি। কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ প্রাক্তন সেনারা। ৮ সেপ্টেম্বর ধরনায় বসতে চেয়ে মামলার আর্জি জানান তাঁরা। মিলেছে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের অনুমতি। আগামী সোমবার শুনানির সম্ভাবনা। যদিও এই আর্জির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের প্রতিবাদে মেয়ো রোডে ধরনায় আর্জি নিয়ে বৃহস্পতিবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন প্রাক্তন সেনারা। আগামী সোমবার ৮ সেপ্টেম্বর ধরনায় বসতে চান প্রাক্তন সেনা আধিকারিকরা। আগামী সোমবার শুনানির সম্ভাবনা। এপ্রসঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, “আমরা সেনার অনুমতি নিয়েই ধরনায় বসেছিলাম। আমাদের ডেকোরেটরদের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন। তা না করে প্যান্ডেল খোলার জন্য সেনা নামিয়ে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী কারও প্রতি কোনও অশ্রদ্ধা দেখাননি। হতে পারে ওঁরা কারও ইন্ধনে এসব করছে।”তিনি বলেন, “মুখ্যমন্ত্রীর কারও প্রতি কোনও অশ্রদ্ধা দেখাননি।”

ভিনরাজ্যে বাংলায় কথা বললে বাংলাদেশি সন্দেহে অত্যাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শনি এবং রবিবার-সপ্তাহে দু'দিন করে ধর্মতলায় গান্ধীমূর্তির পাদদেশে রিলে অবস্থান করছিলেন তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা। সেখানেই তৈরি করা হয়েছিল 'ভাষা আন্দোলন' মঞ্চ। গত সোমবার আচমকা সেনাবাহিনীর জওয়ানরা মেয়ো রোডে পৌঁছয়। সভামঞ্চে খুলে ফেলে সেনা। ছুড়ে ফেলা হয় ত্রিপল। খবর পেয়েই সেখানে ছুটে যান তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই সেনাকে বন্ধু বলে সম্বোধন করেন মমতা। বলেন, "আমি যখন এখানে আসছিলাম, তখন প্রায় ২০০ জন আর্মি (সেনা) আমায় দেখে ছুটে পালাচ্ছিল। আমি বললাম যে, আপনারা কেন দৌড়ে পালাচ্ছেন? আপনারা আমার বন্ধু। ওদের পোশাককে সম্মান করি। সেনাবাহিনীর দোষ নেই।" এরপরই আক্ষেপের সুরে বলেন, "সেনা বাহিনিও বাদ গেল না....! বিজেপির কথায় এই কাজ করেছে।" এজেন্সি প্রসঙ্গেও সরব হন মমতা।

শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ইন্ডিয়া র‍্যাঙ্কিংস ২০২৫ প্রকাশ করেছেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান আজ ইন্ডিয়া র‍্যাঙ্কিংস ২০২৫ প্রকাশ করেছেন। ২০১৫-য় এই উদ্দেশ্যেই শিক্ষা মন্ত্রক ন্যাশনাল ইন্সস্টিটিউশনাল র‍্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক (এনআইআরএফ) রচনা করে। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রী সুকান্ত মজুমদার, সচিব শ্রী বিনীত জোশী, এআইসিটিই –র চেয়ারম্যান অধ্যাপক পি সীতারাম, এনইটিএফ, এনএএসি এবং এনবিএ-র চেয়ারম্যান অধ্যাপক অনিল সহস্রবুদ্ধে এবং এমবিএ-র সদস্য সচিব ডঃ অনিল কুমার নাসা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উপাচার্য এবং অধিকর্তারা।

শ্রী প্রধান বলেন, এনআইআরএফ ২০২৫- র‍্যাঙ্কিং-এ আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলির শক্তি এবং আমাদের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ প্রতিফলিত হয়েছে। এবছরে র‍্যাঙ্কিং-এ স্থান পাওয়া সব প্রতিষ্ঠানকে তিনি অভিনন্দন জানান। এনআইআরএফ জাতীয় মানদণ্ড হয়ে ওঠায় সন্তোষ প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার বলেন, ভারতের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার আওতা এবং অন্তর্ভুক্তি বেড়েছে অভূতপূর্ব মাত্রায়। এবছর ১৪ হাজারের বেশি প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে। এনআইআরএফ শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমপর্যায় স্থির করার জন্য বিশ্বাসযোগ্য কাঠামো তৈরি করছে তাই নয়, গুণমান, নিষ্ঠা এবং উদ্ভাবনের চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে।

২০১৬-য় প্রথমবার একটি শ্রেণী এবং ৩টি বিষয়ে ক্রমপর্যায় স্থির করা হত। পরে তা বেড়ে ২০২৫-এ ৯টি শ্রেণী এবং ৮ টি বিষয়ে ক্রমপর্যায় স্থির করা হয়েছে। সার্বিকভাবে প্রথম হয়েছে আইআইটি মাদ্রাজ, দ্বিতীয় হয়েছে ইন্ডিয়ান ইন্সস্টিটিউট অফ সায়েন্স বেঙ্গালুরু, তৃতীয় স্থানে রয়েছে আইআইটি বম্বে। আইআইটি

এরপর ৫ পাতায়

সম্পাদকীয়

জিএসটি সংস্কারকে ২০৪৭ -এর মধ্যে আত্মনির্ভর ভারত এবং বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে একটি মাইলফলক বলে উল্লেখ করেছেন

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েল আজ নতুন দিল্লির প্রগতি ময়দানে ভারত মণ্ডপমে দ্বিতীয় ইন্ডিয়া মেডটেক এক্সপো ২০২৫-এর উদ্বোধন করেছেন। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে রাসায়নিক ও সার মন্ত্রকের ফার্মাসিউটিক্যাল দফতর, সহায়তা করেছে বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীন এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল ফর মেডিকেল ডিভাইসেস (ইপিসিএমডি) এবং সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন (সিবিএসসিও)।

ভাষণে শ্রী গোয়েল সাম্প্রতিক জিএসটি সংস্কারকে আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্য পূরণে একটি প্রগতিশীল পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেন এবং ১৪০ কোটি ভারতীয়কে ২০৪৭-এর মধ্যে ভারতকে বিকশিত ভারত হিসেবে গড়ে তুলতে এক সঙ্গে সংকল্প নেওয়ার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, "গতকালের জিএসটির সংস্কার, আত্মনির্ভর ভারত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি পদক্ষেপ – এক আত্মবিশ্বাসী ভারত, যে ১৪০ কোটি ভারতীয়কে লালন করে, যারা ২০৪৭-এর মধ্যে দেশকে বিকশিত ভারত হিসেবে গড়ে তুলতে সংঘবদ্ধভাবে সংকল্প নিতে এগিয়ে এসেছে। এক উন্নত এবং সমৃদ্ধ দেশ যেখানে প্রত্যেকে সুযোগ পায়, যেখানে প্রত্যেকে ভারতের অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের কাহিনীতে অংশ নেয়।"

তিন দিনের এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে ৪ থেকে ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫। এবারের থিম 'ইন্ডিয়া : গ্লোবাল মেডটেক ম্যানুফ্যাকচারিং হাব – প্রিসিশন ইঞ্জিনিয়ারিং ইয়েট অ্যাফোর্ডেবল'। এখানে দেখা যাবে এমএসএমই, স্টার্টআপ, গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উদ্ভাবন ও উদ্যোগ। কেন্দ্রীয় সরকারি দফতরগুলির প্যাভিলিয়ন ও রাজ্যের প্যাভেলিয়ন থাকবে এখানে। ৩০ টি দেশের ১৫০ এর বেশি আন্তর্জাতিক ক্রেতা অংশ নেবেন এই এক্সপো-তে। খোঁজ চলবে বিনিয়োগের।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দ্বাদশতম পর্ব)

পৌঁছলেন। এখানে রয়েছে বেতাই চন্ডীর প্রাচীন মন্দির। এখানে চাঁদ সওদাগর পূজো দিয়ে ও দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম করে আবার নদী পেরিয়ে কলকাতা ছেড়ে কালীঘাটে থামলেন। বণিক কালিঘাটে মায়ের পূজো দিলেন।

এর কয়েক বছর পরে ১৫১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব সম্ভবত ছত্রভোগে অম্বুলিম্বঘাট দর্শন করে পুরীতে যান। চৈতন্য ভাগবতে ছত্রভোগ থেকে জলপথে পুরী যাবার বর্ণনা নেই। চৈতন্যদেব যদি সত্যি ছত্রভোগ থেকে পুরী গিয়ে থাকেন তবে বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা অনুসারে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল অম্বুলিম্বঘাট থেকে ।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে কুকি – জো পরিষদ ২ নম্বর জাতীয় মহাসড়ক যাত্রী ও প্রয়োজনীয় পণ্যের অবাধ চলাচলের জন্য খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে

নয়াদিল্লি, ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে কুকি – জো পরিষদ আজ ২ নম্বর জাতীয় মহাসড়ক যাত্রী ও প্রয়োজনীয় পণ্যের অবাধ চলাচলের জন্য খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত কয়েকদিন নতুন দিল্লিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কর্মকর্তা এবং কেজেডসি – এর একটি প্রতিনিধিদলের মধ্যে ধারাবাহিক বৈঠকের পর, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২ নম্বর জাতীয় মহাসড়কে শান্তি বজায় রাখতে ভারত সরকারের মোতায়েন করা নিরাপত্তা বাহিনীকে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কেজেডসি। নতুন দিল্লিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক মণিপুর সরকার এবং কুকি ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন এবং ইউনাইটেড পিপলস্ ফ্রন্টের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে একটি ত্রিপাক্ষিক সাসপেন্সন অফ অপারেশন চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

এই চুক্তিটি স্বাক্ষরের দিন থেকে এক বছরের জন্য কার্যকর থাকবে।

যৌথ পর্যবেক্ষণ গোষ্ঠী এখন থেকে নিবিড়ভাবে মৌলিক নিয়ম প্রয়োগের বিষয়টি নজরদারি করবে এবং ভবিষ্যতে তা লঙ্ঘণ হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এসওও চুক্তিও পর্যালোচনা করা হবে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বুদ্ধকপাল।। সাধনমালায় লিখিত একটি বচন হইতে জানা যায় যে, যখন হেরুক তাঁহার শক্তি চিত্রসেনার সহিত সম্মিলিত হন তখন তাঁহার নাম হয় বুদ্ধকপাল। কাজেই বুদ্ধকপাল হেরুকেরই যে একটি মূর্তিভেদ সে সম্বন্ধে সন্দেহের আর অবকাশ থাকে না।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

শমীকের 'দরবারে' গোয়েন্দাগিরি!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কর্মীদের কথা, অভিযোগ সরাসরি শোনার জন্য 'দরবার' বসিয়েছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। আর শমীকের সেই দরবারেই 'গোয়েন্দাগিরি'! শমীক মসনদে বসার আগে বঙ্গ বিজেপির ক্ষমতাসীন শিবিরেরই লোক বলে পরিচিত রাজ্য কমিটির এক পদাধিকারী বুধবার হাজির হয়েছিলেন দলের পুরনো রাজ্য দপ্তর ৬ নম্বর, মুরলীধর সেন লেনের পার্টি অফিসে।তবে উত্তর কলকাতা জেলার সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ ছিলেন বাইরেই। ঝাড়গ্রাম, দুই ২৪ পরগনা, ঘাটাল-সহ একাদিক জেলা থেকে এদিন কর্মীরা এসেছিলেন। পরে শমীক বলেন, "দরবার কিছু নয়। আমি আসব, দেখাও করব কর্মীদের সঙ্গে। সকলের মত প্রকাশের অধিকার আছে।" এদিকে প্রশ্ন, শমীকের এই কার্যকর্তা বন্ধুর দরবারে কে বা কারা ওই রাজ্য নেতাকে গোয়েন্দাগিরি করতে পাঠাল? আর দল এগোচ্ছে বলে দাবি করা হলেও বঙ্গ বিজেপিতে গোষ্ঠীকোন্দল যে অব্যাহত, তা এদিন আবার সামনে এল।যে ঘরে দলের পুরনো কর্মীদের কথা মন খুলে শুনবেন শমীক, সেখানে অবশ্য ঢুকতে দেওয়া হয়নি ওই রাজ্য পদাধিকারীকে। শেষমেশ পার্টি অফিসের বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় ওই নেতাকে। যা নিয়ে গেরুয়া শিবিরেও শুরু হয়েছে চর্চা। উপস্থিত দলের আদি শিবিরের অভিযোগ, আগের ক্ষমতাসীন শিবিরের ওই রাজ্য পদাধিকারী এসেছিলেন কর্মীরা রাজ্য সভাপতির কাছে কি সমস্যার কথা বলেন, তা শোনার জন্যই। আর এদিন মুরলীধর সেন লেনে বিজেপির রাজ্য দপ্তরে শমীকের সঙ্গে মন খুলে কথা বললেন শতাধিক নেতা-কর্মী। যাঁদের সিংহভাগই পুরনো, রাজ্য সভাপতিকে কাছে পেয়ে খুশি সকলেই। দল ও আগের ক্ষমতাসীন শিবিরের বিরুদ্ধে এসেছে একঝাঁক অভিযোগও। কেউ অভিযোগ করেন, তাঁদের কমিটি থেকে সরিয়ে দিয়ে অন্য পছন্দের মতো লোক নেওয়া হয়েছে। কারও অভিযোগ ছিল, তাঁদের দলে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। অনেকে বলেছেন, সল্টলেক দপ্তর নয়, মুরলীধর সেন লেনের কার্যালয়কেই আবার প্রধান অফিস করা হোক। পার্টি অফিসের নিচের অফিস ঘরে খাতায় নাম লিখিয়ে দলে দলে দোতলায় গিয়ে রাজ্য সভাপতির সঙ্গে দেখা করেছেন। পুরনো কর্মী শামসুর রহমানের বক্তব্য, শমীকদার এই ধরনের উদ্যোগ চলতে থাকুক। উত্তর কলকাতা শহরতলির রাজীব মিশ্র বলেন, পার্টিতে শমীকদার মতো নেতারই দরকার ছিল। কর্মীদের সঙ্গে দেখা করার এই উদ্যোগ কেউ আগে নেয়নি। পুরনোদের গুরুত্ব দেওয়া হোক বলে দাবি করেছেন রাজারহাট-গোপালপুরের শ্যামলকুমার মণ্ডল, মৃণালকান্তি মণ্ডলরা। দল নিয়ে কর্মীদের অভিযোগ, সমস্যার কথা শুনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন শমীক। নোটও নিয়েছেন। কোথায় কীভাবে চলতে হবে তাও বাতলে দিয়েছেন। সব কর্মীকেই দলের কাজে লাগাতে চান তিনি। আর শমীকের দরবারে তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন চট্টোপাধ্যায়, তাপস চট্টোপাধ্যায়ের মতো পুরনো নেতারা। কিছুক্ষণ অবশ্য ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক তাপস রায়ও।

(৩ পাতার পর)

শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ইন্ডিয়া র‍্যাঙ্কিংস ২০২৫ প্রকাশ করেছেন

খড়গপুর আছে ষষ্ঠ স্থানে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রথম স্থানে আছে ইন্ডিয়ান ইন্সস্টিটিউট অফ সায়েন্স বেঙ্গালুরু, নতুন দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় আছে দ্বিতীয় স্থানে, মনিপাল অ্যাকাডেমি অফ হায়ার এডুকেশন আছে তৃতীয় স্থানে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আছে নবম স্থানে। কলেজগুলির মধ্যে নতুন দিল্লির হিন্দু কলেজ রয়েছে প্রথম স্থানে, দিল্লিরই মিরান্ডা হাউস দ্বিতীয় এবং হংসরাজ কলেজ আছে তৃতীয় স্থানে। কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স আছে অষ্টম স্থানে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ইন্ডিয়ান ইন্সস্টিটিউট অফ সায়েন্স বেঙ্গালুরু রয়েছে প্রথম স্থানে, পঞ্চম স্থানে আইআইটি খড়গপুর। ইনোভেশন ইন্সস্টিটিউশন বিভাগে আইআইটি মাদ্রাজ প্রথম, আইআইটি খড়গপুর রয়েছে চতুর্থ স্থানে। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগে প্রথম স্থানে আছে দিল্লির ইগনু। স্কিল ইউনিভারসিটি বিভাগে পুনের সিমবায়োসিস স্কিলস অ্যান্ড প্রফেশনাল ইউনিভারসিটি রয়েছে প্রথম স্থানে। রাজ্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগে প্রথম স্থানে আছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এসডিজি ইন্সস্টিটিউশানগুলির মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে আইআইটি মাদ্রাজ, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে তারাই প্রথম স্থান পেয়েছে। পঞ্চম স্থানে রয়েছে আইআইটি খড়গপুর। ম্যানেজমেন্ট বিভাগে প্রথম স্থানে রয়েছে আইআইএম আমেদাবাদ, আইআইএম কলকাতা রয়েছে সপ্তম স্থানে। ফার্মাসি বিভাগে প্রথম স্থানে রয়েছে নতুন দিল্লির জামিয়া হামদর্দ। মেডিকেল বিভাগে নতুন দিল্লির এইমস রয়েছে প্রথম স্থানে। তারাই রয়েছে ডেন্টাল বিভাগের প্রথম স্থানে। আইন বিভাগে প্রথম স্থানে রয়েছে ন্যাশনাল ল স্কুল অফ ইন্ডিয়া ইউনিভারসিটি, বেঙ্গালুরু। কলকাতার দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল ইউনিভারসিটি অফ জুরিডিক্যাল সায়েন্সেস রয়েছে চতুর্থ স্থানে। আর্কিটেকচার অ্যান্ড প্ল্যানিং বিভাগে প্রথম স্থানে রয়েছে আইআইটি রুরকি, তৃতীয় স্থানে আইআইটি খড়গপুর। কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নতুন দিল্লির ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল ইন্সস্টিটিউট রয়েছে প্রথম স্থানে।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

(1ম পাতার পর)

গ্রুপ সি-তে যাতে হয়...শীঘ্রই জানাব', চাকরিহারাদের উদ্দেশে মমতা

দিতে হচ্ছে...যদি ধরেও নেওয়া হয় অন্যায় ভাবে চাকরি হয়েছিল, একই অপরাধে কতবার শাস্তি পাবেন! তিন দিনের জেলের পর সাত মাসের ফাঁসি তো হতে পারে না! আইন মেনে যেমন ১০ মাস সময় দেওয়া হচ্ছে, একই ভাবে ১০ বছর কাজ করে যাঁরা আজ সর্বহারা, তাঁদের জন্য শিক্ষকতা না হলেও, গ্রুপ সি বা গ্রুপ ডি-র ব্যবস্থা করতে যাওয়া কি মানবিক পদক্ষেপ নয়! রাজনৈতিক কারণে অনেক কথা বলতে পারেন বিরোধীরা। কিন্তু প্রায় এক লক্ষ মানুষের চোখের জলের বিনিময়ে যাঁরা রাজনৈতিক ডিভিডেন্ড তুলছেন, তাঁরা তুলুন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের পাশে ছিলেন, আছেন, থাকবেন।"শুধু তাই নয়, চাকরিহারাদের অন্তত গ্রুপ সি পদে যাতে কাজ দেওয়া যায়, তা নিয়ে আইনি পথে কোনও ব্যবস্থা করবেন বলে মন্তব্য করেছেন মমতা। (SSC Case)

শিক্ষক দিবস উপলক্ষে বুধবার কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন মমতা। সেখানে তিনি বলেন, "এই যে শিক্ষকদের অনেকের চাকরি চলে গিয়েছে। আপনারা কী ভাবছেন, আমি মানসিক ভাবে এতে খুশি? না। যাঁরা চাকরি করতেন, যাঁরা 'দাগি' নন, তাঁদের জন্য প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছি ইতিমধ্যেই। ১০-১২ বছর চাকরি করেছেন বলে তাঁদের বয়সে ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে। ১০ শতাংশ বাড়তি রাখা হয়েছে অভিজ্ঞতার জন্য। প্রায় ৩০ শতাংশ রাখা হয়েছে যেটা, তাঁরা সুযোগটা পেতে পারেন আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী। এখানে আমাদের হাত-পা বাঁধা। আমরা এখানে যেটা করতে পারি, সেটা হচ্ছে, আমরা ওঁদের অ্যাডভান্টেজ দিয়েছি, যাতে পরীক্ষা দিয়ে স্বমহিমায় ফিরে আসতে পারেন তাঁরা।" (Mamata Banerjee)

মমতা আরও বলেন, "রইল গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, অশিক্ষক কর্মচারীবৃন্দ। তাঁদের জন্য আদালত বলেছিল, অন্য জায়গায় তাঁরা করতে পারেন। সেটার বিজ্ঞপ্তি জারি করে দিয়েছি আমরা। আদালতের এই প্রক্রিয়াটা মিটে যাবে দু'তিন মাসের মধ্যে। সেটা হয়ে গেলেই গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি-র পরীক্ষাটা হবে। আর রইল পড়ে আমার হাতে আরও কিছু, যাঁরা শিক্ষকতা করেও আজকে অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছেন। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী হয়ত শিক্ষক হতে পারবেন না তাঁরা। কিন্তু তাঁরা যাতে গ্রুপ সি-তে পায়, বা সেরকম পর্যায়ে, আইনি পরামর্শ করে খুব শীঘ্র সেটা জানাব। আমি কাউতে হতাশ হতে বারণ করব। কারণ আমাদের সরকার মানবিক। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক নয়, মানবিক।"

কিন্তু মমতার এই মন্তব্যে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে চাকরিহারা শিক্ষক সুমন বিশ্বাস। তাঁর বক্তব্য, "সকল যোগ্যদের চাকরি ফেরাতে হবে ধারাবাহিকতা সহ। এই যে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে, যোগ্যতার তালিকা প্রকাশিত হলে, পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তাই নেই। অনেক চাকরিপ্রার্থী আছেন, যাঁরা পরীক্ষায় বসতে পারেননি। রাজ্য সরকার মানবিক হয়ে, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী পরীক্ষা স্থগিত করুন। জেদাজেদি না করে...আমরা এখন মৃত্যুপথযাত্রী। বিধানসভায় জরুরি অধিবেশন হচ্ছে না কেন? বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার যে ক্ষত, এত এত যোগ্য শিক্ষক, এই রাষ্ট্র, এই দেশ, এই নির্বাচিত সরকার ন্যায় দিচ্ছে না। বিধানসভায় আমাদের ছয় সদস্যের প্রতিনিধিকে সন্তানস্নেহে ডেকে নিন। নতুনদের সঙ্গে পুরনো চাকরিপ্রার্থীদের পরীক্ষায় বসিয়ে দিয়ে ২০২৬ সালের নির্বাচনী বৈতরণীর পার হওয়ার প্রচেষ্টা এটা।"

এদিন বিধানসভার বাইরে পৌঁছন সুমন। তিনি বলেন, "হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টে প্রমাণিত। প্যানেল বাতিল হল কেন? এই যে ১৮০৬ জন অযোগ্য, চাকরিগুলি কারা বিক্রি করল? এদের কেন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে না? বেতন ফেরানো হচ্ছে না কেন? যোগ্যদের কথা ভাবা হচ্ছে না কেন?"

মমতার মন্তব্যে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে আইনজীবী বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আইনি পথে এই ধরনের ব্যবস্থা হয় না। এসব করে আরও আইনি জটিলতা তৈরি হবে। ভবিষ্যতে এই নিয়োগগুলি আবার না প্রশ্নের মুখে পড়ে যায়। বার বার আবেদন করা হয়েছিল তালিকা প্রকাশ করতে। শেষে সুপ্রিম কোর্ট বলার পর 'দাগি'দের তালিকা বের করা হল। এতেও অনেক গলদ রয়েছে। সঠিক তালিকা নয় এটা। আইনি জটিলতা তৈরি করে রেখেছেন, কারা প্যানেল এক্সপায়ারি, কারা ব্ল্যাঙ্ক OMR, কারা OMR মিসম্যাচ, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। এই ধরনের জটিলতা হলে মামলা তো হবেই! দেখলেই বোঝা যাবে তালিকাটা গলদ। উনি ২১ হাজার বা ৫০ হাজার পদ তৈরি করুন। বঞ্চিতরা তো আদালতে আসবেই। এসব অবাস্তব কথা। উনি রাজনীতির জন্য বলতেই পারেন। এর সঙ্গে আইনের সম্পর্ক নেই। এঁদের যদি গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি-তে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে উদ্দেশ্য স্পষ্ট। 'দাগি'দের বাঁচাতেই সরকার এই ব্যবস্থা করছে। দেখবেন তালিকার অধিকাংশই শাসকদলের লোক। অযোগ্যদের নিয়ে চিন্তিত উনি, যোগ্যদের জন্য নন, আবারও প্রমাণ করে দিলেন।"

বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের কথায়, "আজ যে আইনি জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্য দায়ী তৃণমূল, তাদের সীমাহীন লোভ, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি এবং লাগামছাড়া লুঠ। গোটা সমাজকে খোলা বাজার বানিয়ে দেওয়ায় এই পরিস্থিতি। মেধা প্রতারিত হয়েছে। শিক্ষকের চাকরি না পেলে করণিকের চাকরি দেওয়া হবে। এর পর বলবেন, আইনি জটিলতার কারণে করণিকদের গ্রুপ ডি-র চাকরি দেওয়া হবে। এটাই পশ্চিবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি। পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করলে, কারা চাকরি কিনেছে, কারা বিক্রি করেছে, তাহলেই এসব করতে হতো না। দুর্নীতিগ্রস্তদের উপর সরকারি সিলমোহর বসিয়ে দেওয়াতেই এই পরিস্থিতি। মেধা প্রতারিত হলে কোথায় যাবে, কালীঘাটে গিয়ে কাঁদবে? সে তো আদালতে যাবে! তাই গিয়েছে। মানুষের অধিকারের জন্য আদালত তৈরি হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী কি আদালত তুলে দিতে চান! কোনও মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে এই ধরনের মন্তব্য করতে পারেন কি?"

সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী রোজ যেভাবে 'দাগি'দের হয়ে সওয়াল করছেন, তাতে রাজ্যের ভূমিকায় সুপ্রিম কোর্টও বিস্ময় প্রকাশ করছে। আসলে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর বিকল্প নেই। 'দাগি'দের মারফত টাকা তুলেছেন, পরীক্ষার্থীদের দায়ে দাগ লাগিয়ে দিয়েছেন। আর সমস্ত অর্থ কালীঘাটে পৌঁছে গিয়েছে...মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর বাহিনী সবচেয়ে 'দাগি'। ওঁরা 'দাগি'দের হেডমাস্টার। তাই পাশে আছেন। ২১ হাজার নয়, শিক্ষাক্ষেত্রে সাড়ে ৩ লক্ষ শূন্যপদ, সরকারি ক্ষেত্রে সাড়ে ৬ লক্ষ। নিয়ম মেনে সেগুলি পূরণ হোক। হোক নিয়ম মেনে। টাকা নিয়ে, কাউকে খুশি করে, গ্রুপ সি-তে না পেরে গ্রুপ ডি-তে ঢুকিয়ে দিলাম, এসব করে করে পশ্চিমবঙ্গের যুবসমাজের কাজের ব্যবস্থা ধ্বংস করেছেন। বন্ধ করুন।"

সিনেমার খবর

‘বিগ বস ১৯’ পুরো সিজনে থাকছেন না সালমান খান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের জনপ্রিয় রিয়ালিটি শো‘বিগ বস ১৯–এ আবারও সঞ্চালকের আসনে ফিরছেন বলিউড সুপারস্টার সালমান খান। তবে এবার তিনি পুরো সিজনজুড়ে থাকছেন না। নতুন মৌসুমে মাত্র ১৫ সপ্তাহ সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করবেন এই অভিনেতা।

হিন্দুস্তান টাইমস এর এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, এবার প্রতি পর্বের জন্য সালমান খান আগের মতোই ১০ কোটি রুপি পারিশ্রমিক নিচ্ছেন। তবে পূর্ণ সিজনের পরিবর্তে কম সময় থাকায় তার মোট পারিশ্রমিকও কমে দাঁড়িয়েছে ১৫০ কোটি রুপি (আগে যা ছিল প্রায় ২৫০ কোটি)।

সিজন শুরুর সাড়ে তিন মাস পর সালমান সঞ্চালনার দায়িত্ব তুলে দেবেন নতুন অতিথি উপস্থাপকদের হাতে। ধারণা করা হচ্ছে, আগের মতো এবারও ফারাহ খান ও করণ জোহরকে দেখা যেতে পারে এই দায়িত্বে।

প্রায় দুই দশক ধরে ‘বিগ বস’ ভারতের সবচেয়ে আলোচিত ও জনপ্রিয় টিভি শোগুলোর একটি। এবারও থাকছে নতুন চমক ও উত্তেজনা। এবারের মৌসুমের থিম হতে যাচ্ছে রাজনীতিনির্ভর, যা দর্শকদের ভিন্নমাত্রার অভিজ্ঞতা দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

২২ আগস্ট থেকে শুরু হয়েছে ‘বিগ বস ১৯’-এর শুটিং। ইতোমধ্যে অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে শোয়ের প্রথম প্রমো। শোটি প্রথম সম্প্রচারিত হবে জি হটস্টার-এ, পরে কালারস টিভিতে প্রচার হবে কিছুটা দেরিতে।

যারা হলে যাচ্ছেন না, আমি তাদের জন্যই সিনেমা করি: অঞ্জন দত্ত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চলচ্চিত্রে নিজের স্বকীয় ধারা বজায় রেখে বরাবরই ভিন্ন পথে হেঁটেছেন অভিনেতা-পরিচালক অঞ্জন দত্ত। এবার তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন ‘যাঁরা সিনেমা হলে যান না, তাঁদের জন্যই আমি ছবি তৈরি করি।’

সম্প্রতি নতুন ছবি ‘দেরি হয়ে গেছে’ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে একান্ত সাক্ষাৎকারে অঞ্জন খোলামেলা কথা বলেন নিজের কাজ, ইন্ডাস্ট্রি, দর্শক এবং সমসাময়িক নানা প্রসঙ্গ নিয়ে।

অনেকেই মনে করেন অঞ্জন দত্ত খিটখিটে স্বভাবের মানুষ। তবে তিনি নিজেই সেই ভাবনাকে উড়িয়ে দিয়ে বলেন, ‘‘আমি কাজের সময় খুব মজা করি। একাংশ মিডিয়া আমাকে বদমেজাজি বলে চিহ্নিত করেছে। আমি আসলে সোজা কথা সোজাভাবে বলি সেটাই অনেকেই নিতে পারেন না।’

প্রচারণামূলক সাক্ষাৎকারে একঘেয়ে প্রশ্ন নিয়ে অস্বস্তি প্রকাশ করে অঞ্জনের বক্তব্য, ‘আমি বহু বছর সাংবাদিকতা করেছি। তখনও আমাদের সীমাবদ্ধতা ছিল, কিন্তু ভয় পেতাম না। এখন তো সবটাই শর্টকাট। প্যাশন, পড়াশোনা সব হারিয়ে যাচ্ছে।’

পরিচালক সপ্তাশ্ব বসুর নতুন ছবি ‘দেরি হয়ে গেছে’–তে অভিনয়ের প্রসঙ্গে অঞ্জন বলেন, ‘গল্পটা আমার কাছে ইন্টারেস্টিং লেগেছে। স্ক্রিপ্ট বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে বলেই কাজ করেছি।’

ছবিতে তাঁর সহ-অভিনেত্রী মমতা শঙ্কর। সম্প্রতি বিভিন্ন বিতর্কে নাম জড়ালেও সেই প্রসঙ্গে মন্তব্য এড়িয়ে গিয়েছেন অঞ্জন, ‘ও কী বলেছেন, সেটার দায় ওর। আমি কিছু বলব না।’

অঞ্জনের মতে, আজকাল সিনেমা হল দর্শকদের জন্য আর স্বস্তির জায়গা নয়। তিনি বলেন, ‘মাল্টিপ্লেক্সে এত খরচ, এত বিজ্ঞাপন, এত ভিড়, সবটাই ব্যবসা। আমার একদম ভালো লাগে না। আমি নিজেও হলে ছবি দেখি না।’

তার বিশ্বাস, বাংলা সিনেমার দর্শকরা হলে না যাওয়ার পিছনে রয়েছে বাস্তব কারণ। ‘সবাই বলে বাংলা ছবির দুর্দিন, কিন্তু সমস্যার গোড়ায় কেউ যেতে চায় না। আমি সেই সব দর্শকের জন্যই ছবি বানাই, যারা এখন হলে যান না,’ বলেন অঞ্জন।

চলে গেলেন ‘কেজিএফ’ সিনেমার ডন

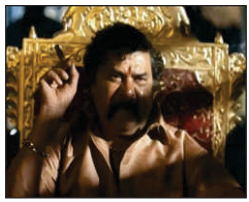

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

‘কেজিএফ চ্যাপ্টার ১’-এ বোম্বের ডনের চরিত্রে অভিনয় করে আলোচনায় আসা কন্নড় অভিনেতা দিনেশ মাঙ্গালোর আর নেই। সোমবার (২৫ আগস্ট) ভোররাতে কর্ণাটকের উডুপিতে নিজ বাসভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর।

ভারতীয় গণমাধ্যমের খবরে জানা গেছে, তার মৃত্যু হয়েছে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে।

সম্প্রতি 'কান্তারা: অধ্যায় ১' সিনেমার শুটিং চলাকালীন হঠাৎ স্ট্রোক করলে তাকে প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা দিয়ে বেঙ্গালুরুতে পাঠানো হয়। সেখান থেকে কিছুটা সুস্থ হয়ে ফিরলেও গত সপ্তাহে আবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর তাকে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দিনেশ প্রায় এক বছর ধরে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত জটিলতায় ভুগছিলেন।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যায় তার মরদেহ উডুপির নিজ বাড়িতে নেওয়া হবে। ২৬ আগস্ট সকাল ৮টা থেকে সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রাখা হবে। পরে সুমনাহল্লি শ্মশানে তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হবে।

দিনেশ মাঙ্গালোর রেখে গেছেন তার স্ত্রী ভারতী এবং দুই সন্তান পবন ও সজ্জনকে।

উডুপি জেলার কুন্দাপুরে জন্ম নেওয়া দিনেশ শুরুতে ছিলেন একজন আর্ট ডিরেক্টর। পরে অভিনয়ে এসে নিজেকে কন্নড় সিনেমার শক্তিশালী পার্শ্বচরিত্র অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

তার উল্লেখযোগ্য সিনেমাগুলোর মধ্যে রয়েছে— ‘রানা বিক্রম’, ‘আম্বারি’, ‘সাভারি’, ‘ইন্তি নিন্না বেটি’, ‘আ ডিঙ্গি’, ‘তুঘলক’, ‘বেট্টাদা জীবন’, ‘সূর্য কান্তি’, ‘কিরিক পার্টি’ প্রভৃতি।

‘পাকিস্তানের বিপক্ষে এখনও অকার্যকর সুরিয়াকুমার’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে বিশ্বজুড়ে পরিচিত নাম সুরিয়াকুমার যাদব। ভারতের এই ডানহাতি ব্যাটার প্রায় সব দলের বিপক্ষেই রান করতে সিদ্ধহস্ত, কিন্তু পাকিস্তানের বিপক্ষে যেন বারবারই ব্যর্থ হচ্ছেন তিনি।

এশিয়া কাপ ঘিরে ভারতের স্কোয়াড বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সেই ব্যর্থতার বিষয়টি সামনে এনেছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার ও বিশ্লেষক বাজিদ খান। পিটিভি স্পোর্টস-এর এক আলোচনায় বাজিদ বলেন, “সুরিয়াকুমার প্রায় সবার বিপক্ষেই রান করে, কিন্তু পাকিস্তানের বিপক্ষে সে এখনও কার্যকর হয়ে উঠতে পারেনি। সেটা হোক আমাদের পেস আক্রমণের কারণে বা অন্য কোনো কারণে, এই সমস্যা এখনো রয়ে গেছে।”

সুরিয়াকুমার পাকিস্তানের বিপক্ষে এখন পর্যন্ত ৫টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। এই ম্যাচগুলোতে তার রান মাত্র ৬৪, গড় ১২.৮০ এবং স্ট্রাইক রেট ১১৮.৫১। সর্বোচ্চ স্কোর মাত্র ১৮ রান। যেখানে অন্য দলের বিপক্ষে তার গড় ও স্ট্রাইক রেট অনেক বেশি।

রোহিত শর্মার আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নেওয়ার পর ভারতের নেতৃত্ব উঠেছে সুরিয়াকুমারের কাঁধে। এবার এশিয়া কাপে প্রথমবারের মতো বড় কোনো টুর্নামেন্টে অধিনায়কত্ব করতে যাচ্ছেন তিনি।

২০২৫ সালের এশিয়া কাপে একই গ্রুপে পড়েছে ভারত ও পাকিস্তান। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর এই হাইভোল্টেজ লড়াই।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এখন পর্যন্ত ৮৩ ম্যাচে সুরিয়াকুমারের রান ২,৫৯৮, গড় ৩৮.২০ ও স্ট্রাইক রেট ১৬৭.০৭। নামের পাশে রয়েছে ৪টি সেঞ্চুরি। তার চেয়ে বেশি শতক আছে কেবল রোহিত শর্মা (৫টি) ও **গ্লেন ম্যাক্সওয়েল (৫টি)-এর।

বেঙ্গালুরু চাইলে আইপিএলে ফিরবেন ডি ভিলিয়ার্স

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২১ সালে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দেন এবি ডি ভিলিয়ার্স। এরপর ধারাভাষ্যকার হিসেবে আইপিএলে দেখা গেছে তাকে। এবার ভিন্ন ভূমিকায় রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তিনি।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সাবেক এই প্রোটিয়া ক্রিকেটার জানান, ফ্র্যাঞ্চাইজিটি যদি চায় তবে যোগ দিতে তার কোনো আপত্তি থাকবে না।

ভিলিয়ার্স আরও জানিয়েছেন পুরো মৌসুমের জন্য পেশাদারভাবে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে আরসিবির সঙ্গে তার সম্পর্ক সেটি এখনও অটুট রয়েছে। তাই ফ্র্যাঞ্চাইজিটির চাওয়া কোনোভাবেই ফেলতে পারবেন না বলেও জানিয়েছেন।

ইন্দো-এশিয়ান নিউজ সার্ভিস আইএএনএসকে ডি ভিলিয়ার্স বলেন, ভবিষ্যতে হয়তো আমি আবারও আইপিএলে ভিন্ন ভূমিকায় যুক্ত হতে পারি। তবে পুরো মৌসুম পেশাদার দায়িত্ব নেওয়া সত্যিই কঠিন, আমি মনে করি সেই দিনগুলো শেষ। তবে কখনোই কিছু নিশ্চিত করে বলা যায় না। আমার হৃদয় সবসময় আরসিবির সঙ্গে আছে। তাই ফ্র্যাঞ্চাইজি যদি মনে করে আমার সময় ও প্রস্তুতি এসেছে, তবে অবশ্যই সেটি হবে আরসিবির সঙ্গেই।

বেঙ্গালুরুর হয়ে ১৫৭ ম্যাচে ৪ হাজার ৫২২ রান করেছেন ডি ভিলিয়ার্স। গড় ৪১.১০ এবং ১৫৮.৩৩ স্ট্রাইক রেটে দুটি সেঞ্চুরি ও ৩৭টি ফিফটি করেছেন তিনি। ২০১৬ আইপিএলে তিনি বিরাট কোহলির সঙ্গে গুজরাট লায়ন্সের বিপক্ষে দ্বিতীয় উইকেটে রেকর্ড ২২৯ রানের জুটি গড়েছিলেন।

৪ সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে সাকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

লিডস ইউনাইটেডের বিপক্ষে ৫-০ গোলের বড় জয় পেলেও ম্যাচ শেষে দুশ্চিন্তায় আর্সেনাল। দলের দুই গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় মার্টিন ওডেগার্ড ও বুকায়ো সাকা ম্যাচের মধ্যে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন। তবে বড় ধাক্কা এসেছে সাকাকে নিয়ে।

বিবিসির এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে প্রায় চার সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে ইংলিশ ফরোয়ার্ড বুকায়ো সাকাকে। লিডসের বিপক্ষে দ্বিতীয়ার্ধে মাঠ ছাড়ার আগে একটি গোলও করেছিলেন ২৩ বছর বয়সী এই তরুণ। তবে পুরনো হ্যামস্ট্রিং সমস্যাই আবার ফিরে এসেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গত মৌসুমেও একই ধরনের চোটে তিন মাস মাঠের বাইরে ছিলেন সাকা।

আসন্ন কয়েকটি ম্যাচে আর্সেনালের জন্য সাকার না থাকা বড় এক ধাক্কা। শনিবার তারা মুখোমুখি হবে লিভারপুলের, এরপর রয়েছে

নটিংহাম ফরেস্ট ও ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। সাকা ফিরতে না পারলে এই ম্যাচগুলোতে তাকে ছাড়াই লড়তে হবে মিকেল আর্তেতার দলকে।

শুধু আর্সেনাল নয়, সাকার চোটে চিন্তায় পড়েছে ইংল্যান্ড দলও। আগামী মাসে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে অ্যান্ডোরা ও সার্বিয়ার বিপক্ষে খেলবে ‘থ্রি লায়নস’। সাকা না থাকলে আক্রমণভাগে বড় শূন্যতা তৈরি হবে।

তবে কিছুটা স্বস্তির খবর হচ্ছে, মার্টিন ওডেগার্ডের কাঁধের চোট গুরুতর নয় বলে ধারণা করা হচ্ছে। ফলে সামনে তিনি খেলতে পারবেন বলেই আশা করছে আর্সেনাল।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR